بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

# খুতবা জুম'আ

## জামাতের উন্নতি এবং শত্রুদের ধ্বংস আসবে দোয়ার মাধ্যমে, ইনশা আল্লাহ্। সে কারণে নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহ্‌র শিক্ষা সম্মত করে, নিজের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করে খোদার সামনে বিনত হও।

**সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডন হতে প্রদত্ত ২৩ শে ডিসেম্বর ২০১৬-এর খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার**

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরোধিতা এবং জামাতের সভ্য সদস্যদের প্রতি বিরোধীদের পক্ষ থেকে যুলম এবং অত্যাচার কোন নতুন বিষয় নয়। আর ঐশী জামাতের বিরোধিতাও কোন নতুন সংযোজন নয় বা নতুন কথা নয়। শয়তানরা সবাই সম্মিলিত হয়ে এই বিরোধিতা করে থাকে। আলেম সমাজ এবং নেতারা জনসাধারণের সামনে অদ্ভূত সব কথা নবী এবং তা দের মান্যকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা করে তাদেরকে উত্তেজিত করে ঘৃণার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এটি বলে স্পষ্ট করেছেন যে, সব রসুলেরই বিরোধিতা হয়। এমন কোন নবী নেই যার বিরোধিতা হয় নি। নবীদের হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যেও পরিণত করা হয়, শয়তান তাদের কাজে প্রতিবন্ধক সাধার চেষ্টাও করে। তাই জামাতে আহমদীয়া যে বিষয়ের সম্মূখীন তা নতুন কোন কিছু নয়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এক জয়গায় বলেন যে, **ওয়া কাযালিকা জা'আলনা লিকুল্লি নাবিয়্যিন আদুউয়্যান শায়াতীনাল ইন্‌সে ওয়াল জিন। ইউহী বা'যুহুম ইলা বা'যিন যুখরুফাল কাওলি গুরুরা**। আর আমরা মানুষ এবং জিনদের মধ্য থেকে বিদ্রোহী দেরকে সকল নবীর শত্রুতে পরিণত করেছি, তাদের কতক কতককে প্রতারণামূলক কথা প্রতার-প্রতারণার ছলে ওহী করে। অর্থাৎ প্রতারণামূলক ধ্যান-ধারণা মানুষের হৃদয়ে সঞ্চার করে।

আল্লাহ্ তা'লার এ উক্তি আজও একই ভাবে সত্য। বিদ্রোহী আলেম সমাজ ধর্মের নামে প্রতারিত করে আর ধোকা দিয়ে, প্রতারিত করে জনসাধারণকে ক্ষেপায়। কিছু নেতাও তাদের সাথে যোগসাজিশে কাজ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামাতের প্রতি এমন সব কথা আরোপ করা হয় যেসব কথার কোন অস্তিত্বই নেই, সত্যের সাথে দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে এরা জামাত সম্পর্কে অন্যান্য যেসব কথা বলে বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিয়ে এরা যেসব হাসি-ঠাট্টা করে এই সব কথাই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন যে, নবীদের সাথে এসবই হয়ে থাকে। তাঁদের সম্পর্কে মিথ্যাও বলা হয়ে থাকে, তাঁদেরকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যেও পরিণত করা হয়, উপহাসও করা হয়। অতএব, ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত এক আহমদীর জন্য, একজন সত্য এবং প্রকৃত আহমদীর জন্য এই বিরোধিতা আর শত্রুদের আমাদেরকে কষ্ট দেওয়া ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়। কিন্তু কিছু মানুষ এমনও আছে যারা বলে, আমাদের আহমদীদের উপর এখন যুলুম এবং অত্যাচার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন কঠোরতার উত্তর কঠোরতার মাধ্যমে আমাদের দিতে হবে, আর কত দিন আমরা কষ্ট সহ্য করব? এমন মানুষ গুটিকতক হলেও এরা কিছু যুবকের মন-মানসিকতাকে বিষিয়ে তুলার চেষ্টা করে। এরা বলে যে আমাদের কথা মানানোর জন্য, আমাদের স্বাধীনতার জন্য জাগতিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা উচিত। হুযূর বলছেন, এটি অজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরম মাত্রার ভ্রান্ত চিন্তাধারা। হয় এমন মানুষ আবেগের বশবর্তী হয়ে এটি ভুলে বসেছে যে, আমাদের মৌলিক শিক্ষা কী, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে কী চান, এসব কঠোরতা আর কষ্ট সহ্য করার জন্য তিনি কী নসীহত করেছেন তাঁর জামাতকে; নতুবা এমন মানুষ সহানুভূতিশীল সেজে জামাতে বিভেদের সূচনা করতে চায়। জামাতের উন্নতি দেখে বিরোধীরা বিভিন্ন ভাবে হামলা করে, হয়তো এটিও বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করার একটি রীতি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বিজয়, সাহায্য এবং উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু কঠোরতার উত্তর কঠোরতার মাধ্যমে প্রদান করে নয়; বরং প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের মাধ্যমে। এ কথাই তিনি (আ.) আমাদেরকে বার বার বুঝিয়েছেন যে, জামাতের উন্নতি এবং শত্রুদের ধ্বংস আসবে দোয়ার মাধ্যমে, ইনশা আল্লাহ্। সে কারণে নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহ্‌র শিক্ষা সম্মত করে, নিজের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করে খোদার সামনে বিনত হও। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শান্তির যুবরাজ হিসেবে আসার কথা ছিল আর এসেছেনও। তিনি তাঁর মান্যকারীদেরকে প্রথম দিনই বলেছিলেন যে, আমার পথ সহজ নয়, এ পথে অনেক সমস্যা, কঠোরতা রয়েছে। এখানে নিজের আবেগ অনুভূতিকেও পদতলে পিষ্ট করতে হবে, প্রাণ এবং সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতিও সহ্য করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের সভ্য সদস্যরা এ

পথে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে চলেছে। আর আমি যেভাবে বিগত খুতবাগুলোতে বলেও ছিলাম যে তারা আমাকে লেখেন যে, শত্রুর আক্রমণে আমরা ভীত নই, আমাদের ঈমান পূর্বের চেয়ে দৃঢ়তর হচ্ছে। কিন্তু দু'এক ব্যক্তিও যদি এমন কথা বলে যা জামাতি শিক্ষার পরিপন্থি তা আসলে নৈরাজ্য বা অশান্তি সৃষ্টিরই নামান্তর, শত্রুকে নিজেদের বিরুদ্ধে আরো বিরোধিতার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। বিশেষ করে যখন এমন কথা হোয়াটস্ অ্যাপ, টুইটার বা ফেসবুক বা অন্য কোন মাধ্যমে ছড়ানো হয়। অতএব, আমরা এই শিক্ষাই অনুসরণ করে আসছি যে, বিরোধীদের যুলুম, অন্যায় আর বর্বরতার প্রত্যুত্তরে আমরা অন্যায় এবং বর্বরতা প্রদর্শন করব না, এমন প্রতিক্রিয়া আমরা ব্যক্ত করব না। কোন সরকারের সাথে অস্ত্রের মাধ্যমেও আমরা মোকাবেলা করব না। আমাদের মোকাবেলা দোয়ার অস্ত্রের মাধ্যমে হবে। আমি যেভাবে বলেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি খোদার সাহায্য এবং তাঁর স্নেহ পেতে হয় তাহলে শত্রুর আক্রমণ ও সীমালঙ্ঘনের উত্তর সেভাবে দেবে না বরং ধৈর্য ও দোয়ার ভিত্তিতে কার্য সাধন করতে হবে, তবেই আমরা সফলতা লাভ করব।

এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হে প্রিয়ভাজন! নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ছাড়া সেই মর্যাদা লাভ হয় না। স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার ফোঁটায় পরিণ ত হও, যে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ ফোঁটা থেকেই রত্ন এবং মুক্তো সৃষ্টি হয়। যারা আমার হাতে বয়াত করেছ! খোদা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে সেসব কাজ করার তৌফিক দিন যাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আজকে তোমরা সংখ্যায় স্বল্প, তোমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়, আর তোমরা একটা পরীক্ষার সম্মুখীন; আদি থেকে খোদার এই রীতিই চলমান রয়েছে। চতুর্দিক থেকে চেষ্টা করা হবে যেন তোমরা হোঁচট খাও, আর সকল অর্থে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করা হবে, বিভিন্ন প্রকার কথা তোমাদের শুনতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে মৌখিকভাবে এবং হাতের মাধ্যমে দুঃখ বা কষ্ট দেবে সে মনে করবে যে, সে ইসলামেরই সেবা করছে। আমাদের বেশির ভাগ বিরোধী, যারা সাধারণ মানুষ, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বিরোধিতা করে। মৌলভীরা তাদের মাথায় এ কথা বদ্ধমূল করেছে যে, আহমদীদের বিরোধিতা ইসলামের অনেক বড় এক সেবা। তিনি বলেন, এরা মনে করে যে এরা ইসলামকে সাহায্য করছে। তিনি বলেন, কিছু আসমানী পরীক্ষাও তোমাদের উপর আপতিত হবে, সকল ভাবে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। অতএব, এখন মনোযোগ সহকারে শোন! তোমাদের বিজয়ী এবং জয়যুক্ত হওয়ার পথ এটি নয় যে, শুষ্ক যুক্তির আশ্রয় নিবে বা উপহাসের মোকাবেলায় উপহাস করবে, গালির প্রত্যুত্তরে গালি দিবে। কেননা এ পন্থাই যদি তোমরা অবলম্বন কর তবে তোমাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যাবে আর তোমাদের ভিতর শুধু কথাই অবশিষ্ট থাকবে যার প্রতি খোদা ঘৃণা রাখেন এবং যা অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখেন। অতএব, নিজেদের উপর দু'টো অভিশাপকে আমন্ত্রণ জানাবে না। একটি সৃষ্টির অভিশাপ, অপরটি খোদার।

অতএব, আমাদেরকে তো এ শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে আর এই দিক-নির্দেশনা মেনে চলতে হবে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দিয়ে গেছেন। আমরা গালির উত্তর গালির মাধ্যমেও দিব না আর নৈরাজ্যের উত্তরে নৈরাজ্যও সৃষ্টি করব না; আর আমরা আইনও নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার মাধ্যমে উত্তর দিব না। কিন্তুপ্রায় সময় যা দেখা গেছে তা হল, পাকিস্তান এবং অন্যান্য মুসলমান দেশে বৈধভাবেও যদি আমরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিই তবে আইন আমাদের সমর্থন না করে অত্যাচারীকে সমর্থন করে। নির্যাতিত আহমদী বন্দীদের জামিনও এই কারণেই হয় না যে, আদালত মৌলভীদের সামনে অসহায়। আদালতের বাহিরে দন্ডায়মান মৌলভী আদালতে সংবাদ পাঠায় যে, যদি জামিন হয় তাহলে তোমাকে দেখে নিব; আর অধিকাংশ বিচারক এ কারণে ভয়ের বশবর্তী হয়ে পরের তারিখ দিয়ে দেয়, সিদ্ধান্ত দেয় না। অতএব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও আমাদের সঙ্গ দেয়ার জন্য প্রস্তুত নয় আর আইনও ইনসাফ করার জন্য প্রস্তুত নয়। দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করাও আমাদের শিক্ষা পরিপন্থি। তাই একটাই রাস্তা বাকি আছে, তা হল– খোদার দ্বারে ধরণা দিন এবং দোয়াকে পরম পর্যায়ে পৌঁছান।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, যদি কেউ গালি দেয় তাহলে আমাদের অভিযোগ আল্লাহ্ তা'লার দরবারে, অন্য কোন আদালতে নয়; তা সত্ত্বেও মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আমাদের দায়িত্ব, গালি শুনেও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে। অতএব সরাসরি কষ্টের সম্মুখীন হোক বা না হোক, আমাদের সবার উচিত হবে ধৈর্য এবং দোয়ার আঁচল ধরে রাখা; আর এটিই ঈমানের চিহ্ন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর সাথে চলা যে সহজ ব্যাপার নয় তা বলতে গিয়ে বলেন যে, যদি কেউ আমার সাথে চলতে না চায় তাহলে তার আমাকে পরিত্যাগ করা উচিত। আমি জানি না আমাকে কোন্ ভয়াবহ জঙ্গল এবং কন্টকাকীর্ণ মরু অতিক্রম করতে হবে। অতএব যাদের পা নাযুক আর স্পর্শকাতর, তারা কেন আমার সাথে এসে নিজেদের সমস্যার মুখে ঠেলে দেয়? যারা আমার, তারা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সমস্যার কারণেও নয় আর মানুষের গালমন্দের কারণেও নয়, কোন আসমানী পরীক্ষা এবং সমস্যার কারণেও নয়। যারা আমার নয় তারা বৃথা বন্ধুত্বের দাবি করে, কেননা তাদেরকে অচিরেই পৃথক করা হবে। তাদের পরের অবস্থা পূর্বের অবস্থার চেয়ে শোচনীয় হবে। আমরা কি ভূমিকম্পে ভয় পেতে পারি? আমরা কি খোদার পথে পরীক্ষা দেখে ভয় পেতে পারি? আমরা কি আমাদের প্রিয় খোদার কোন পরীক্ষায় তাঁকে ছাড়তে পারি? মোটেই নয়। কিন্তু এমনটি শুধু তাঁর কৃপা এবং করুণায় হবে। অতএব যারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার তারা যেন পৃথক হয়ে যায়। তাদেরকে বিদায়ের সালাম। কিন্তু স্মরণ রাখবেন যে, কু–ধারণা পোষণ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার পর কোন সময় ফিরে আসলেও আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের সেই সম্মান থাকবে না যা বিশ্বস্ত লোকদের হয়ে থাকে। কেননা কু–ধারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক অনেক বড় কলঙ্ক হয়ে থাকে। একজন মু'মিনের তাকওয়ার মান অনেক উঁচু হয়ে থাকে। শত্রুর পক্ষ

থেকে কষ্টের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তারা সকল প্রকার কষ্টের মোকাবেলা করে, শত্রুপ্রদত্ত কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। অন্যের পক্ষ থেকে কষ্ট এবং দুঃখ পাওয়া সত্ত্বেও তারা দুঃখ এবং কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে না বরং শান্তির দূত হিসেবে বিরাজ করে। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো যে, মুত্তাকী মু'মিনের হৃদয়ে কোন প্রকার দুষ্কৃতি বিরাজ করে না। মু'মিনের তাকওয়ার মান যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই কেউ শাস্তি বা কষ্ট পাক এটি সে পছন্দ করে না, ততই সেটি অপছন্দ করে। তাকওয়া বৃদ্ধির পাশাপাশি সহানুভূতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে শত্রুর জন্যও এটি পছন্দ করে না যে সে শাস্তি এবং কষ্ট পাবে। তিনি বলেন, মুসলমান কখনো বিদ্বেষপরায়ণ হতে পারে না। সত্যিকার মুসলমান বিদ্বেষপরায়ণ হয় না। হ্যাঁ, অন্যান্য জাতি এতটা বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে থাকে যে তাদের হৃদয় থেকে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ কখনো দূর হয় না, সবসময় প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজে। কিন্তু আমরা দেখি যে, আমাদের বিরোধীরা আমাদের সাথে কী কী ব্যবহার করেছে, কোন দুঃখ এবং কষ্ট যা তাদের পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব ছিল তারা তা পৌঁছিয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের সহস্র সহস্র ভ্রান্তি ক্ষমা করার জন্য আমরা এখনো প্রস্তুত। অতএব তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ, স্মরণ রেখো, তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি, সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর। ধর্ম এবং বর্ণের ঊর্ধ্বে থেকে সবার সাথে পুণ্যের ব্যবহার কর।

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, অতএব আমাদের কথায় যদি অন্যদের মত কান্ডজ্ঞান বিবর্জিত আবেগ-উচ্ছাস থাকে তাহলে এটি তাকওয়া নয়। আমাদের কর্ম যদি ইসলামী শিক্ষাসম্মত না হয় তাহলে এটি তাকওয়া নয়। আমাদের কথা এবং কর্মে যদি খোদার আলোর বহিঃপ্রকাশ না ঘটে তাহলে আমাদের তাকওয়া সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যদি আমরা যুগ ইমামের প্রদর্শিত নসীহত এবং দিক নির্দেশনা অনুসরণ না করি তাহলে সেই আলো থেকে আমরা দূরে ছিটকে পড়ব যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই আনুগত্যের কারণে আমাদের লাভ হবে। অতএব আমাদের প্রথমে আত্মজিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন রয়েছে। যদি আমাদের তাকওয়ার মান এত উন্নত হয় যে খোদার নূর আমরা দেখতে পাই; আমাদের এটি দেখতে হবে যে, সেই নূর দেখতে পাই কিনা; আমাদের দোয়া বিগলনের সেই স্তরকে স্পর্শ করছে কিনা যা একজন সত্যিকার দোয়াকারীর থাকা উচিত বা যা আল্লাহ্ তা'লা চান– তাহলে আমাদের মাঝে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য সমর্থন নিকটে আর আল্লাহ্ তা'লাই আমাদেরকে দেশও দিবেন আর আমাদের জন্য ভূমিকেও সমতল করে দিবেন, ইনশাআল্লাহ্। যদি এর বাইরে থেকে আমরা কিছু অর্জন করতে চাই তাহলে কিছুই লাভ হবে না। আমাদের সামনে সেসব সংগঠনের উদাহরণ রয়েছে যারা ইসলামের নামে আর অঢেল সম্পদের বলে বলীয়ান হয়ে কোটি কোটি ডলার খরচ করে সরকার ইসলামী সরকার গঠন করতে চায়, কিন্তু নৈরাজ্য আর জুলুম ও বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায় না। সাময়িকভাবে কোন অঞ্চল দখল করলেও তাও তাদের হাত থেকে ফসকে গেছে। তারা অবশ্যই ইসলামের জন্য কলঙ্ক আখ্যায়িত হয়, তারা পৃথিবীতে ইসলামকে দুর্নাম করছে, কেউ তাদেরকে ইসলামের সেবক আখ্যা দেয় না। এখন ইসলামসেবা বা ইসলামের খেদমত এবং ইসলামের প্রচার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই অদৃষ্ট, তাঁর মাধ্যমেই এবং তাঁর জামাতের মাধ্যমে। আর এটি তখনই সম্ভব, যদি আমরা খোদার প্রেরিত এই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। নতুবা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন, আমাদের কাছে সেই শক্তি সামর্থ্যও নেই আর উপায় উপকরণও নেই যে আমরা কিছু অর্জন করব। কিন্তু যদি আমরা নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করি, যদি আমরা আমাদের হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি করি, যদি আমরা আমাদের দোয়াকে পরম মার্গে পৌঁছিয়ে থাকি, তাহলে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআনের বরাতে বলেছেন যে, আমাদেরকে সেই জ্যোতি বা সেই শক্তি প্রদান করা হবে, যার মোকাবেলা পৃথিবীর বড় বড় শক্তিও করতে পারবে না। খোদার আরেকটি উক্তিও রয়েছে যে, 'ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহে আতকাকুম' অর্থাৎ খোদার দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সে সবচেয়ে সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াশীল। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় খোদা তা'লা কি ভুল বলছেন, (নাউযুবিল্লাহ) এক দিকে তিনি মুত্তাকীদের সম্মানিত বলবেন, অপর দিকে দুনিয়ার লোকদের সামনে তাদেরকে লাঞ্ছিত ছেড়ে দেবেন? মোটেই নয়। এটি সত্য কথা যে, নবী এবং তাদের জামাতকে দুনিয়ার কীটদের বিরোধিতার সম্মুখিন হতে হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এমন সকল ক্ষেত্রে শত্রু নিজেই কি ব্যর্থ হয় নি, বিফল মনোরথ হয় নি? প্রত্যেক ব্যক্তি, যে জামাতের উন্নতির পথে বাঁধ সাধার জন্য দাড়িয়েছে বা উন্নতির পথে যে বাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে, এর ফলে কি জামাত আরো অধিক প্রসার লাভ করে নি? বিরোধিরা অভ্যন্তরীন ষড়যন্ত্র করেছে, বহিরাগত অস্ত্র ব্যবহার করেছে; কিন্তু জামাত উন্নতির রাজপথ পাড়ি দিয়ে আজকে পৃথিবীর ২০৯টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরা যদি এক জায়গায় আমাদের চাপা দেয়ার চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা দশ টি অন্য স্থানে পূর্বের চেয়ে অধিক প্রসার লাভের উপকরণ এবং সুযোগ সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ তা'লা তো বলেন, তাকওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী একজন সাধারণ মানুষকেও আমি সম্মান না দিয়ে পরিত্যাগ করি না। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে ব্যক্তিকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন আর গত সোয়াশ' বছর ধরে যার সমর্থনে আমরা ঐশী সমর্থন দেখতে পাচ্ছি, আজকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জামাতকে বাকী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ছাড়াই সম্মান না দিয়ে পরিত্যাগ করবেন? এটি কখনও হতে পারে না। কিন্তু ে যভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, এই সব কিছু দৃঢ়চিত্ততা এবং অবিচলতার মাধ্যমে লাভ হবে, এটি কিন্তু শর্ত। যদি আমরা অবিচলতার সাথে খোদার আঁচল আঁকড়ে ধরে রাখি

তাহলে শত্রুর ধ্বংসও আমরা দেখব, ইনশাআল্লাহ্। হযরত আকদস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

যদি তোমাদের জীবন এবং তোমাদের মৃত্যু, তোমাদের প্রতিটি গতিবিধি, তোমাদের ক্রোধ ও কোমলতা, অর্থাৎ তোমাদের প্রসন্নতা এবং রাগ যদি সম্পূর্ণভাবে খোদার জন্য হয়, ব্যক্তি স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কারো সাথে রাগান্বিত হবে না বা জাগতিক কোন কিছু দেখে আনন্দিত হবে না, খোদার সন্তুষ্টির জন্য যদি সব কিছু হয়, সকল তিক্ততা এবং সমস্যার সময় যদি তোমরা খোদার পরীক্ষা না নাও, যদি খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না কর বরং এগিয়ে যেতে থাক, তাহলে আমি সত্য সত্যই বলছি যে, তোমরা খোদার এক বিশেষ জাতিসত্তায় পরিণত হবে। খোদার মাহাত্ম্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা কেবলমাত্র মুখে নয় বরং কাজের মাধ্যমে করে দেখাও। তাহলে খোদাও তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে। তোমরাও মানুষ, যেমনটি কিনা আমি; আর তিনি আমার খোদা, সেই খোদাই আমার খোদা যিনি তোমাদের।

অতএব, আমাদের সকলের নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার প্রয়োজন রয়েছে। যারা দূর্বল তারা যেন আত্মবিশ্লেষণ করে, যারা নিজেদের ভাল বা নেকীতে অগ্রগামী মনে করে তাদেরও নেকীর ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার নতুন নতুন পথ সন্ধান করা উচিত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন উত্তম কে আর আমরা আমাদের লক্ষ্য কতটা অর্জন করেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমা দেরকে একস্থানে স্থির এবং স্থবীর দেখতে চান না। কারো এই কথা মনে করা উচিত নয় যে, আমি এখন ভাল হয়ে গেছি আর পুণ্যে এগিয়ে যাচ্ছি বা সব পুণ্য অর্জিত হয়ে গেছে। আমাদের নিজেদের মান উন্নত করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি যেন আমার এই জামাতকে সংবাদ দিই যে, যারা ঈমান এনেছে, এমন ঈমান যার সাথে জাগতিকতার কোন মিশ্রণ নেই, সেই ঈমান কপটতা এবং ভীরুতায় কলুষিত নয়, আর সেই ঈমান আনুগত্যের যে কোন মানে অধঃপতিত নয়, এমন মানুষ খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। আর আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, তাদের পদচারনাই নিষ্ঠাপূর্ণ।

অতএব, এই নিষ্ঠাপূর্ণ পদচারণারই প্রয়োজন রয়েছে, যেন আমরা সেই সব বিজয়ের দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত, যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। এই পরীক্ষার যুগের একদিন অবশ্যই অবসান ঘটবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারের জন্য আমাদের তাকওয়ার মানকে বৃদ্ধি করার, ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। নিশ্চয় খোদা তা'লা এ যুগে এই জামাত যে প্রতিষ্ঠা করেছেন তার উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীতে ইসলামের নামকে সমুন্নত করা এবং ইসলামের প্রসারের জন্য এবং ইসলাম যেন সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, জামাত উন্নতি করবে, প্রসার লাভ করবে, ফুলে ফলে সুশোভিত হবে। পৃথিবীর কোন শক্তি এই জামাতকে ধ্বংস করতে পারবে না। তিনি বলেন, এই কথা মনে কর না যে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন বা ব্যর্থ করবেন, তোমরা খোদার হাতে বপিত একটা বীজ যা ভূপৃষ্ঠে বপিত হয়েছে। খোদা বলেন, এই বীজ অঙ্কুরিত হবে, ফুলে ফলে সুশোভিত হবে, চতুদিকে এর শাখা বিস্তার লাভ করবে আর এটি এক বিশাল মহিরূহে পরিণত হবে।

আল্লাহতা'লা করুন আমাদের সকলেই এই মহিরূহের ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ শাখায় পরিণত হবে, খোদার কাছে এই দোয়াই আমার থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের জামাতের কাছে যেসব প্রত্যাশা রয়েছে তা যেন আমাদের সত্তায় পূর্ণ হয়, আমরা যেন তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারি। দোয়া এবং ধৈর্যের মাধ্যমে শত্রুর প্রতিটি আক্রমণকে যেন আমরা ক্রমাগতভাবে ব্যর্থ প্রমাণ করে যেতে পারি।

নামাযের পর একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব, এটি মালেক খালেদ জাভেদ সাহেবের, তিনি মালেক আইয়্যুব সাহেবের পুত্র, তিনি চাকওয়াল দোলমিয়ালের অধিবাসী। মালেক খালেদ জাভেদ সাহেব ৬৯ বছর বয়সে ২০১৬ সনের ১২ই ডিসেম্বর চাকওয়ালের দোলমিয়ালস্থ মসজিদে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন, **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।**

**Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 23rd Dec, 2016**

**BOOK POST (PRINTED MATTER)**

**To** .....

.....

**From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B**